সাবের রাগৌবি
তিউনিসিয়া

অধিকারের জন্য
লিখুন ২০১০

AMNESTY INTERNATIONAL

এখনই পদক্ষেপ নিন

বিশ্বের হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আপনিও প্রতিদিন মানবাধিকার লংঘনের হুমকির শিকার হওয়া মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের পাশে দাড়ান।

তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপতি বরাবর আবেদন জানিয়ে লিখুন:

- ■ সাবের রাগৌবির মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি হ্রাস করুন
- ■ কারাগারে তার সঙ্গে সদয় আচরণ করা নিশ্চিত করুন
- ■ তার নির্জন কারাবাস বন্ধ করুন এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিন
- ■ সাবের রাগৌবি এবং তার সঙ্গে গ্রেফতারকৃত সকলের ন্যায্য পুনর্বিচার এবং নির্যাতন ও অন্যান্য ধরনের দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেকোন প্রমাণ অগ্রাহ্য করার আদেশ দিন।

লেখা নিচের ঠিকানায় পাঠান:
President Zine El Abidine Ben Ali
Palais Présidentiel
Tunis, Tunisia

ফ্যাক্স: + 216 71 744 721 / 731 009
সম্বোধন: Your Excellency

সাবের রাগৌবির সমর্থনে ফ্রেঞ্চ কিংবা আরবীতে নিচের বার্তাটি লিখুন:

Je vous écris pour vous exprimer ma sympathie et pour vous donner du courage. Je pense à vous et milite pour que votre sentence soit commuée.

أكتب إليك كي أشد من أزرك وأتمنى لك الصبر والثبات. قلوبنا معك ولن نكف عن النضال من أجل تخفيف الحكم عليك.

(আমি আপনার প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছি এবং আপনার অটুট মনোবল কামনা করছি। আমি আপনার কথা ভাবি এবং আপনার দণ্ডহ্রাসের জন্য আমি প্রচারণা চালিয়ে যাবো।)

Saber Ragoubi
Prison de Mornaguia
1110 Gouvernorat de Manouba
Tunisie

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X ODW
United Kingdom

www.amnesty.org
/individuals-at-risk
October 2010
Index: MDE 30/018/2010
Bengali

AMNESTY INTERNATIONAL

3397_Ragoubi_print2.indd 1 25/11/2010 17:19

সাবের রাগৌবির জন্য এখনই পদক্ষেপ নিন

ছবি : © প্রাইভেট

জাতীয় নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ-সংশ্লিষ্ট অপরাধে অভিযুক্ত সাবের রাগৌবি-কে তিউনিসিয়াতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, যদিও তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তার বিচার প্রক্রিয়াটি ছিল অন্যায্য এবং তাকে "অপরাধস্বীকারোক্তি"-র ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা নির্যাতনের মুখে জোরপূর্বক আদায় করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছিলেন।

সাবের রাগৌবিকে ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে তিউনিস থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত সোলিমান শহরের নিকট থেকে আরো ২৯ জনের সাথে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের ৩০ জনের সকলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রসহ সন্ত্রাসবাদ-সংশ্লিষ্ট অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। তারা তাদের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন, কিন্তু একটি অন্যায্য বিচারের মাধ্যমে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। একমাত্র সাবের রাগৌবি-কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে একটি সশস্ত্র দলের সংঘর্ষের ঘটনার পরে সাবের রাগৌবিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তিনি তার আইনজীবীদের জানিয়েছিলেন যে, তিউনিসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে এবং পরবর্তীতে বিচারের পূর্বে কারাগারে তাকে নির্যাতন করা হয়েছিল। বিচারকালে তিনি বিচারককে বলেছিলেন: "আমাকে মরনাগুইয়া কারাগারে প্রচণ্ড মারধোর করা হয়েছে এবং এতে আমার সামনের তিনটি দাঁত পড়ে গেছে।" কিন্তু, আদালত তার ও অন্যদের নির্যাতিত হওয়ার এবং জোরপূর্বক "অপরাধস্বীকারোক্তি" আদায়ের অভিযোগগুলো ভালোভাবে তদন্ত করে দেখেনি। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বাস করে যে, সাবের রাগৌবির বিচার অন্যায্যভাবে করা হয়েছিল, যেমন- তার বিচার করা হয়েছিল তার ও অন্যান্য সহ-বিবাদীদের কাছ থেকে নির্যাতনের মাধ্যমে আদায়কৃত তথ্যের ভিত্তিতে।

সাবের রাগৌবির মৃত্যুদণ্ড উচ্চ আদালত কর্তৃক ২০০৮ সালে বহাল রাখা হয়। তিউনিসিয়া ১৯৯১ সাল থেকে সেদেশে কোন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেনি, কিন্তু মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের মৃত্যুদণ্ডিতদের কারাকক্ষে অবর্ণনীয় ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছে। সাবের রাগৌবিকে রাখা হয়েছে নির্জন কারাবাসে। তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার কিংবা কোন ধরনের যোগাযোগের অনুমতি নেই।

সাবের রাগৌবির বাবা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে বলেছেন, "আমি আমার সন্তানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাইনি --- সে কেমন আছে সেকথা জানতে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।" তিনি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে বলেছেন যে, সন্তান সম্পর্কে কোন কিছু জানতে না দেয়া তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক।